ডিসেম্বর ৮, ১৯৭১

সোনার বাংলাকে গড়তে হবে

জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের বেতার ভাষণ

দেশবাসী সংগ্রামী ভাইবোনেরা,

পাকিস্তানী সমর নায়কেরা আজ সারা উপ-মহাদেশে এক সর্বনাশা যুদ্ধ ডেকে এনেছে। বাংলাদেশে তাদের শাস্তি ও অপরাধের পরিণতি যে এ পথেই ঘটবে গত কয়েক মাস থেকেই তা বোঝা যাচ্ছিল।

একদিকে মুক্তিবাহিনীর হাতে পাকিস্তানী সৈন্যদের লজ্জাজনক বিপর্যয় এবং অন্যদিকে বাংলাদেশের জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতি ভারতের আন্তরিকতাপূর্ণ সমর্থন, এই পটভূমিকায় পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করেছে।

ভারত ও বাংলাদেশের বিপদ এসেছে একই শত্রুর কাছ থেকে। এর ফলে দুই দেশের মানুষের সম্পর্ক নিবিড়তর হয়েছে। মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় সৈনিকেরা এখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে ঃ উভয়ের মিলিত রক্তধারায় রঞ্জিত হচ্ছে আমাদের দেশের মাটি। ইতিহাস এই দু'দেশের মানুষের যে বন্ধুত্বের পথ নির্দেশ করেছে, এই রক্তধারায় সেই মৈত্রীর বন্ধন রচিত হল।

ভারতের জনসাধারণ অনেক আগেই আমাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের অন্তরে। এখন তাদের সরকার গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি জানিয়েছেন। বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের পক্ষে এ এক বিজয়—বিজয় তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের, আর বিজয় তাদের মুক্তিবাহিনীর।

স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি হিসাবে আমাদের কূটনৈতিক স্বীকৃতি লাভ আজ সম্ভব হল অগণিত শহীদের রক্তের বিনিময়ে, মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসিক তৎপরতা, অপূর্ব আত্মত্যাগ ও দুর্ভেদ্য ঐক্যের ফলে। এ বিজয় ভারতের জনসাধারণেরও বিজয়। বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিষয়ে তাদের সর্বসম্মত অভিপ্রায় আজ বাস্তবে রূপায়িত হল।

স্বাধীন জাতি হিসাবে আমাদেরকে জগৎসভায় সর্বপ্রথম স্বাগত জানিয়েছে ভারত। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। এক কোটি ছিন্নমূল বাঙ্গালির পরিচর্যার ক্লেশ স্বীকার এবং বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধের আপদ বহন আর মানবতা ও স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি যে সুগভীর নিষ্ঠার পরিচয় ভারত দিয়েছে, তা বর্তমান কালের এক আশ্চর্য ঘটনা রূপে বিবেচিত হবে। ভারতের এই দৃঢ়তাপূর্ণ সিদ্ধান্তে আমরা আনন্দিত। আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তিমূলে এই ঐতিহাসিক অবদানের জন্য আমরা ভারতের জনসাধারণ, পার্লামেন্ট, সরকার ও প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রাষ্ট্রনায়কোচিত

প্রজ্ঞায় বাঙ্গালি জাতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতা বোধ করছে। ভারতের এই স্বীকৃতি দান একটি মহৎ ঘটনা। ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি হবে পরস্পরের জন্য মৈত্রী ও শ্রদ্ধাবোধ। বিপদের দিনে যুদ্ধের দুর্যোগের মধ্যে ভারতীয় জনসাধারণের সঙ্গে যে সম্পর্ক আমরা প্রতিষ্ঠিত করলাম, সম্পদে ও শান্তির কালে তা অক্ষুণ্ন থাকবে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তা উভয় জাতির স্থায়ী কল্যাণ সাধন করবে।

ভারতের পরে ভুটান স্বীকৃতি দিয়েছে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে। এর জন্য আমরা ভুটানের রাজা ও জনসাধারণের নিকট কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশের মানুষের এই আনন্দের মুহূর্ত তবু ম্লান হয়ে গেছে এক বিষাদের ছায়ায়। বাংলাদেশের স্বপ্ন যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাস্তবে রূপায়িত হল, তখন সেই স্বপ্নের দ্রষ্টা, বাঙ্গালি জাতির জনক, শেখ মুজিবুর রহমান শত্রুর কারাগারে বন্দি হয়ে আছেন। দেশবাসীর নিকটে অথবা দূরে, যেখানেই থাকুন না কেন, বঙ্গবন্ধু সর্বদাই জাগরূক রয়েছেন তাদের অন্তরে। যে চেতনা আমাদের অতীতকে রূপান্তরিত করেছে, তিনি সেই চেতনার প্রতীক। যে রূপকাহিনী ভবিষ্যতে আমাদের জাতিকে যোগাবে ভাব ও চিন্তা, তিনি সেই কাহিনীর অংশ। তবু এই মুহূর্তে তার অনুপস্থিতিতে আমরা সকলেই বেদনার্ত।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে সকল প্রগতিশীল রাষ্ট্রেরই স্বাগত জানানো উচিত। আমাদের এই নতুন রাষ্ট্রের আদর্শ হল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জোট নিরপেক্ষতা এবং সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতা করা। আমরা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। সাড়ে সাত কোটি মানুষের বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকার করে ভারত ও ভুটানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্য আমি সকল রাষ্ট্রকে আহ্বান করছি।

পশ্চিম-পাকিস্তান সরকার যে অমঙ্গলের সূচনা করেছে বাংলাদেশে, পরিণামে তাই আজ তাকে ধ্বংস করতে চলেছে। এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি থেকে তার পৃষ্ঠপোষকরা তাকে বাঁচাতে চেয়েছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে, কিন্তু সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের সংঘর্ষের মূল কারণ বিবেচনা না করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই উপ-মহাদেশে যুদ্ধবিরতির যে প্রস্তাব করেছে, তা মার্কিন সরকারে অন্ধতা ও বিকৃত বিচারবুদ্ধির পরিচায়ক। চীনও একই ধরনের বিচারবুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়েছে। তাই নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রয়োগ করায় সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি বাংলাদেশের মানুষ কৃতজ্ঞ।

ইতিহাস আমাদেরকে যে দায়িত্বভার অর্পণ করেছে, এখন তা সম্পূর্ণ করতে হবে আমাদেরকেই। উন্মত্ত যুদ্ধবাদীদের নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রকে কবর দিতে হবে আমাদেরকেই। চারপাশে মৃত্যুর জালে শত্রু জড়িয়ে পড়েছে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রশক্তির মিলিত আঘাতে শত্রু এখন পর্যুদস্ত-পলায়নপর। বাংলাদেশের ভাই-বোনেরা এখন সময় এসে গেছে—একযোগে শত্রুকে প্রবল আঘাত হানুন, এই শেষ

আঘাতে তার সমাধি রচনা করুন, সকল সম্ভাব্য উপায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করুন। শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখুন, বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনের সঙ্গে সকল প্রকার সহযোগিতা করুন। ভবিষ্যত যেন এ কথা না বলে যে, চরম আহ্বান যখন এল, তখন কর্তব্যে আমাদের ত্রুটি হয়েছে।

সকল শত্রু সৈন্য ও রাজাকারদের কাছে আমার আহ্বান—অস্ত্র ফেলে দিন, আত্মসমর্পণ করুন। এই উপায়ে এখনও আপনারা আত্মরক্ষা করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের কাছে আমার আহ্বান কোন অবস্থাতেই নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না। মনে রাখবেন যে, অপরাধীকে আইন মোতাবেক শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব আপনার সরকারের এবং সে দায়িত্ব সরকার পালন করবেন। ভাষাগত বা অন্যরকম ভিন্নতার জন্য বাংলাদেশের একটি নাগরিকও যদি বিপদগ্রস্ত হন, তাহলে জানবেন, তা হবে এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, তা হবে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার অবমাননা।

দীর্ঘদিন ধরে দখলদার সৈন্যবাহিনী যে পীড়ন চালিয়েছে, তার ক্ষতচিহ্ন বাংলাদেশের সর্বত্র দেখা যাবে। তবু আশ্বাস ও আনন্দের কথা এই যে, হানাদারদের শেষ সময় এসে গেছে, বাংলাদেশের সমগ্র ভূখন্ড শত্রুমুক্ত হতে চলেছে এবং দেশের গৃহহারা নিপীড়িত সন্তানেরা দুঃখ ও নির্বাসনের কাল কাটিয়ে স্বদেশে ফিরে আসতে যাচ্ছেন। যুদ্ধজয়ের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিকেও জয় করে আনতে হবে। নিষ্ঠুর যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের উপরে 'সোনার বাংলার' সৌধ নির্মাণ করতে হবে। পুনর্গঠন ও উন্নয়নের এই আনন্দদায়ক ও মহান কাজে অংশ নিতে হবে বাংলাদেশের প্রতিটি সন্তানকেই। বঙ্গবন্ধুর আরব্ধ বিপ্লব সেই দিন শেষ হবে, যেদিন গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে। জয় বাংলা।

মুক্তিযুদ্ধকালীন রণাঙ্গণে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ। সঙ্গে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ ও ফজলুর রহমান ফ্যান্টোমাস